লক্ষ্মণ-বর্জ্জন।

(পৌরাণিক ইতিবৃত্ত-মূলক)

দৃশ্যকাব্য।

হে সজ্জন !
স্বভাবের সুনির্ম্মল পটে,
রহস্য-রসের রঙ্গে,
চিত্রিনু চরিত্র দেবি সরস্বতী বরে।
কৃপা-চক্ষে হের একবার;
শেষে বিবেচনা মতে,
তিরস্কার কিম্বা পুরস্কার, যাহা হয়,
দিও তাহা মোরে,
বহু মানে লব শির পাতি।

কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়।

শ্রীগিরিশ চন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

(ন্যাশন্যাল থিয়েটরে অভিনীত)

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা

৪২ নং জিগ্ জ্যাগ্ লেন।

১২৮৮।

মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

লক্ষ্মণ-বর্জ্জন।

(পৌরাণিক ইতিবৃত্ত-মূলক)

দৃশ্যকাব্য।

হে সজ্জন!
স্বভাবের সুনির্ম্মল পটে,
রহস্য-রসের রঙ্গে,
চিত্রিনু চরিত্র দেবি সরস্বতী বরে;
কৃপা-চক্ষে হের একবার,
শেষে বিবেচনা মতে,
তিরস্কার কিম্বা পুরস্কার, যাহা হয়,
দিও তাহা মোরে,
বহু মানে লব শির পাতি।

কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়।

শ্রীগিরিশ চন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

(ন্যাশন্যাল থিয়েটরে অভিনীত)

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা

৪২ নং জিগ্ জ্যাগ্ লেন।

১২৮৮।

উৎসর্গ পত্র।

শ্রীযুক্ত বাবু শিশির কুমার ঘোষ

মহাশয়েষু।

হে বৈষ্ণব!

রাম চরিত্র লিখিয়াছি; কিরূপ হইয়াছে অনুগ্রহ পূর্ব্বক দেখুন।

কলিকাতা; বাগবাজার,
মাঘ ১২৮৮।

অনুগত
শ্রীগিরিশ চন্দ্র ঘোষ।
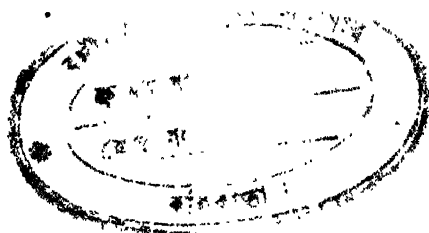
নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

ব্রহ্মা, কালপুরুষ, মহর্ষি দুর্ব্বাসা, বশিষ্ঠ।

রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, লব, কুশ।

বিভীষণ, জাম্বুবান, সুগ্রীব, হনূমান।

কৌশল্যা প্রভৃতি।

দূত, নাগরিকগণ, ভেরিনিনাদক।

লক্ষ্মণ-বর্জ্জন।

প্রথম দৃশ্য।

ব্রহ্মলোক।

কালপুরুষ ও ব্রহ্মা।

কাল। কহ বিধি, একি হে নিয়ম তব,
এ খেলা বুঝিতে নারি মূঢ় আমি!
অঙ্কুরিত পরমাণু দীপে ভানু রূপে,
ছোটে রেণু ব্রহ্মাণ্ড বিকাশ;
পুনঃ কোন্ প্রাণে, আজ্ঞা দেহ মোরে,
নিভাইতে উজ্জ্বল তপনে;—
কহ স্থলে ঘটাতে প্রলয়!
তব অনুগামী,
নহি কোন দোষে দোষী আমি,
তবে কি হেতু হে পদ্মযোনি,
দেহ দাসে কলঙ্কের ভার?
হের, সপ্তদ্বীপ ধরা, রাম-রাজ্য-গত,

আঁখি-বিনোদন নন্দন-গঞ্জন-শোভা,
রাম বিনে হইবে শ্মশান।

ব্রহ্মা। শুন তত্ত্ব :—
দেখিছ চেয়ে, বিপুল-ব্যাপিনী শোভা,
শব-দেহ-সম অচেতন,
শক্তি-হীনা জনকনন্দিনী বিনা।
উদিল যামিনী,
কহ, ভানুর কি প্রয়োজন তবে?
বুঝ চিত্তে হে কাল-পুরুষ,
আড়ম্বরে নাহি সার;
দেখ,
রাম-রাজ্যে নাহি কোন ভয়;
যেই প্রজা হেতু,
জনকনন্দিনী বিসর্জ্জিলা ভগবান,
সেই সূর্য্যবংশ-সিংহাসন,
সিংহাসনে বসি সনাতন,
শুন তবু প্রজার রোদন,—
শুন রোদন-সঙ্গীত,
বিচঞ্চল অনিল যাহায়,
হাটে ঘাটে বিপিনে বাজারে,
পথে মাঠে গোঠে,
কাঁদে, হা সীতা—হা সীতা বলে;
অন্ন ঘরে—অন্ন নাহি খায়,
সন্তানের মুখ নাহি চায়,

পতি সতী না সম্ভাষে পরস্পরে,
পাখী নাহি গায়, সলিল শুকায়,
নিরানন্দ উপবন।
হের, রাজীব-লোচন
দীন মনে ধরাসনে,
অশক্ত অনন্ত শক্তিধর ;
ব্রহ্ম-দিবা ফুরায় ফুরায়—
যুগ-লয় হইবে সত্বর ;
আসিবে রজনী,
হাসিবে মেদিনী শশধর-দরশনে,
এ গগনে ভানু নাহি শোভে,—
হের, স্পর্শ করি মোরে,
করি স্থান পান, ধাইতেছে মহাকাল ;
জ্যোতিঃ-মাঝে আপনি হইতে লয়—
কার্য্য-ফল আপনি ফলিছে,
নিমিত্তের ভয় কিবা তায়।
পতিব্রতা শাঁপে,
আপনা-বিস্মৃত নারায়ণ,
টুটিবে সে মোহ তব দরশনে।
যাও আশুগতি লোক-হর,
সন্ন্যাসীর বেশে,
কর গিয়ে রাম-দরশন,—
সাধু জনে না নিন্দিবে তোমা।
(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজপথ।

লবকুশবেশী বালকদ্বয় ও
দুই জন নাগরিক।

গীত।

হুর শৃঙ্গার—ঠুংরি।

বালকদ্বয়। কাঁদ, বীণা কাঁদরে।
গর্ভবতী সতী, সীতা নারী বর্জ্জন,
নাম মধুর রাম নিঠুর,
কাঁদি বীণা গাও, হৃদয় ভাসাও,
জানকী দুখ স্মরি, কর ঘন রোদন,
নিঠুর নারায়ণ,
কাঁদ, বীণা কাঁদরে।
যামিনী ঘোরা, জননী বিভোরা,
কাঁদিয়া চল বীণা সাথে ;
একাকিনী কামিনী, হা রাম রঘুমণি,
শুন বীণা বীণা জিনি, রোদন বাতে,
শুন বীণা শুন পুনঃ, সঙ্গীত সকরুণ,
গর্ভবতী কাঁদে সন্তান তরে ;
পতি পদে মতি গতি, একাকিনী বনে সতী,

প্রেম বারি সারি সারি, ঝর ঝর ঝরে ;
মা জানকী কাতরা সন্তান তরে ;
শূন্য পানে চাহে, লজ্জা রাখ কহে,
লজ্জানিবারণ গান অদূরে।
রাম নাম গান, বাল্মীকি তোলে তান,
প্রেম মধুরে, কানন পুরে, সঙ্গীত দূরে,
রাম রঘুমণি, ধাইল জননী,
দ্রুত গতি সন্ততি রাখিব আস ;
কণ্টক ফুটিল, গতি নাহি টুটিল,
মুনি পদতলে পড়ে, আলু থালু বাস।
কাঁদ বীণা কাঁদরে, ভূমে পড়ে চাঁদ রে।
শান্তিমতি সতী, কুটীর বাসে,
শিশু দুটী পাশে ;
রাম নারায়ণ, গাইছে নন্দন,
নলিনী মলিনী শিশু, মুখ চাহি হাসে।
গুণবান নন্দন, পতি করে অর্পণ,
জগত জননী পদে, ঘন ঘন আসে :
সহায় বিহীনা বামা বিপিন নিবাসে।
প্রেম পুলকে, জ্ঞান আলোকে,
শিশু দুটী শশী বাড়ে, কানন মাঝে ;
গৌরব ফুটিল, সৌরভ ছুটিল,
শতমুখ কহিল শ্রীরাম রাজে :
প্রাণ বাঁধ বীণা বাঁধরে।
বিবিধ রতন রাজী, শোভিত সভাতল,

নীল-কমল আঁখি, নর দেহ ধারী,
বিভাগ চারি।
নিজ গুণ কীর্ত্তন, কোলে তোলে নন্দন,
চুম্বন ঘন ঘন, চাঁদ মুখ চাহি;
নীল-কমল ধারা বহে বুক বাহি।
দেখরে দেখরে বীণা, দেখরে দেখরে পুনঃ,
সীতা রাম মিলন, নয়নে নয়ন,
হাহা কাঁদ বীণা নিদয় রাম।
পরীক্ষা যাচিল, একি একি একি হ'ল,
মা জানকী, কোথা গেল,
মেদিনী কোলে নিল;
জনম দুখিনী:
কাঁদ, বীণা কাঁদরে।
কাঁদিল নন্দন, আকুল জগজ্জন,
কাঁদ, বীণা কাঁদরে।

১ নাগ। আহা, "মা জানকী জনম-দুখিনী,"
গাও, গাও বাছাধন!

লব বেশী। দেখ দেখ কি আসে অদূরে!

২ নাগ। নাহি ভয় আসিতেছে বৃদ্ধ দ্বিজবর।

কুশ বেশী। না না, হৃদ-কম্প হয় হেরে!

(বালকদ্বয়ের প্রস্থান)।

১ নাগ। দেখ চেয়ে কে আসে প্রাচীন,
দ্বিজ বলি চিনিলা কি রূপে?
কায়া সম নাহি হয় জ্ঞান,

যেন অন্ধ ছায়া-আচ্ছাদিত,
হস্ত পদ না হয় নির্ণয়,
জটা ঘটা আসে চলে!
মা জানকী ত্যজেছেন মহী,
রাম রাজ্যে হবে এবে, হেন আনাগোনা!
নাহি কায রহিয়ে এ স্থানে,
শুভাশুভ চেনে শিশু শৈশব আলোকে,
জ্ঞান-গর্ব্ব-অন্ধকারে না দেখে প্রবীণ।

(সকলের প্রস্থান)

কালপুরুষের প্রবেশ।

কাল। ক্ষয়—ক্ষয়—ক্ষয়, যথায় উদয় মম,
জন-হীন বিপনী-নগর আগমনে;
মুক্ত হব মহাপাপে শ্রীরাম দর্শনে।

তৃতীয় দৃশ্য।

কক্ষ।

রাম।

রাম। কহ নারায়ণ,
কত দিন দেহ ভার আর,
কত দিন মোহ,

কত দিন জানকী-বিরহ আর !
খোল দৃষ্টি নারায়ণ,
কার্য্য—কার্য্য—কার্য্য,
কার্য্য বিনা নহে মোহ-দূর ;
নহে জ্ঞান-যোগ কভু !
কার্য্যে গর্ভবতী শাঁপে আপনা বিস্মৃত,
কার্য্যে জানকী-বর্জ্জন,
কার্য্যে পুনঃ ধরিব চরণ—
বৃন্দাবনে গোপ-বালা রাধিকার ;
কার্য্যে লক্ষ্মণে ত্যজিব,
দ্বাপরে পূজিব বলরামে,
কার্য্যে বালি বধ,
বধিবে অঙ্গদ ব্যাধরূপে পুনঃ মোরে ;
কার্য্যে ক্ষত্র-কুল ক্ষয়, যদু-কুল লয় ;
চৈতন্য উদয় তাপিতে তারিতে ভবে,
মুখে হরি হরি, দেশে দেশে ফিরি,
কাঁদিব ফিরিব, চণ্ডালে তারিব,
পুনঃ বিরহ সহিব,
কাঁদিব কাঁদিব,
কাঁদাইব যত রাধিকায়।

লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্ম। দেব ! আসিয়াছে প্রাচীন জনেক,
বস্ত্রে আচ্ছাদিত কায়া,

কহে ব্রাহ্মণ সে জন,
চাহে ভেটিতে নির্জ্জনে
তোমায় হে রঘুমণি ;
সশঙ্কিত সভাস্থল হেরি সে আকার ;
অতি উগ্র দ্বিজ,
শীঘ্র চাহে ভেটিতে তোমায়।

রাম। ভাই ! দ্বিজ বলি দেছে পরিচয়,
যে হয় সে হয়,
আন নির্জ্জন মন্ত্রণা-গৃহে তারে।

লক্ষ্মণ। হের রঘুমণি,
আসিয়াছে আপনি ব্রাহ্মণ !

কালপুরুষের প্রবেশ।

রাম। প্রণাম হে ব্রাহ্মণ !
শিখাও অজ্ঞান আমি,
কেমনে হে পূজিব তোমায়।

কাল। নির্জ্জনে হেরিব তোমা আকিঞ্চন হৃদে,
নাহি অন্য সাধ নারায়ণ,
কিন্তু এই মাত্র পণ মম,
যতক্ষণ র'ব তব পাশে,
কেহ নাহি আসে আর।

রাম। ভাল, যথা অভিপ্রায় তব,
নহে এ নির্জ্জন স্থান,

চল যাই নির্জ্জন ভবনে,
লক্ষ্মণে রাখিব আমি প্রহরী দুয়ারে।

কাল। কিন্তু যদি প্রবেশে লক্ষ্মণ ?

রাম। লক্ষ্মণে প্রবেশ মানা !

কাল। প্রয়োজন সেই মত প্রভু।

রাম। ভাল,
লক্ষ্মণ না আসিবে তথায়।

কাল। এক ভিক্ষা রঘুকুলোত্তম !
ব্রাহ্মণে এ কর সত্য দান ;—
ত্যজিবেন তারে যেই প্রবেশিবে গৃহে
অতি উচ্চ প্রয়োজন মম ;
ছোট কাযে আসি নাই অযোধ্যায়।

রাম। ভাল দ্বিজ, উচ্চ আশ পুরাব তোমার ;
হে লক্ষ্মণ, পিতৃ-সত্য-পালন-দোসর !
আইস রহ প্রহরী দুয়ারে,
দেখ, সত্য নাহি নড়ে মম,
বিপ্র-কার্য্যে বিঘ্ন নাহি ঘটে।

লক্ষ্ম। আজ্ঞাকারী চিরদিন পদে দাস।

চতুর্থ দৃশ্য।

দ্বারদেশ।

লক্ষ্মণ।

লক্ষ্ম। আজি পড়ে মনে,
পঞ্চবটী বনে, ছিলাম প্রহরী দ্বারে,
ফুরায়েছে সীতা—সে বারতা স্বপ্ন সম ;—
উল্লাস-বিলাস ফুরায়েছে অযোধ্যায়,
অযোধ্যা ঈশ্বরী বিনা !

দূতের প্রবেশ।

দূত। মহর্ষি দুর্ব্বাসা সমাগত সভাস্থলে,
হের দেব ! আইল তাপস।

গান করিতে করিতে দুর্ব্বাসার প্রবেশ।

গীত।

সারঙ্গ—ঝাঁপতাল।

হর শঙ্কর, শশীশেখর, পিণাকী ত্রিপুরারে।
বিভূতি ভূষণ, দিকবসন, জাহ্নবী জটাভারে।
অনল ভালে মদন দমন, তরুণ অরুণ কিরণ নয়ন,
নীলকণ্ঠ রজতবরণ, মণ্ডিত ফণীহারে।
উক্ষারূঢ় গরলভক্ষ্য, অক্ষমালা শোভিত বক্ষ,
ভিক্ষালক্ষ্য, পিশাচ পক্ষ, রক্ষক ভবপারে ॥

দুর্ব্বা। রামচন্দ্রে করিব দর্শন।

লক্ষ্ম। হে তেজঃপুঞ্জ তপোধন!
সত্যে বদ্ধ রঘুমণি ব্রাহ্মণের সনে,
আছেন বিজন গৃহে।

দুর্ব্বা। প্রের বার্ত্তা ত্বরা।

লক্ষ্ম। যাইতে নিষেধ তথা প্রভু।

দুর্ব্বা। রে অজ্ঞান! নাহি জান' মোরে—
নাহি জান' দুর্ব্বাসা মুনিরে?
এখনি করিব ভস্ম অযোধ্যানগরী।

লক্ষ্ম। হও দেব সদয় এ দাসে,
ক্ষম অপরাধ মম,
চল প্রভু শ্রীরাম সমীপে,
বুঝিলাম দৈব বিড়ম্বনা!
(স্বগত) অযোধ্যার হেতু রাম বর্জ্জিলা সীতায়
রাখিব অযোধ্যাপুরী আত্ম-বিসর্জ্জনে।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

কক্ষ।

রাম ও কালপুরুষ।

রাম। কহ গিয়ে ব্রহ্মার সমীপে,
সত্বর ত্যজিব ধরা,
লিপি কভু হবে না খণ্ডন,

কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম পূর্ণ নহে মম,
ভেটিব তোমায় পুনঃ সরযূ সলিলে।

দুর্ব্বাসা ও লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। দয়াময়! মহর্ষি দুর্ব্বাসা।
রাম। সফল জনম মম ঋষি দরশনে।
কি কাজে আগত তপোধন,
কহ কোন্ প্রয়োজন
সাধিবে তোমার দাস?
দুর্ব্বা। নারায়ণ, কিবা অগোচর তব,
বৎসরেক উপবাসী আমি।
রাম। রুদ্র অংশে তুমি তপোধন,
ক্ষুদ্র আমি, কি সাধ্য আমার
নিভাইতে বৎসরের ক্ষুধা তব,
নিজগুণে ভক্তিবারি পানে,
তৃপ্ত না হইলে ঋষিরাজ!
রুদ্রদেব! বহুস্থানে গমন তোমায়,
ভাই ভাই দেখেছ অনেক,
দেখেছ কি কভু হেন ছায়া সম সাথী,
মম প্রাণের লক্ষ্মণ সম?
দাসে দেব ক'র না বঞ্চনা।
দুর্ব্বা। রাজীবলোচন! কি হেতু মিনতি মোরে,
কোন্ যুগে,

কে কবে দেখেছে আর শ্রীরাম লক্ষ্মণ ;
নহি দোষী, ব্রহ্মার প্রেরিত আমি।

রাম। দেখ' চেয়ে ব্রহ্মার প্রেরিত অন্য দূত ;
তপোধন, চেন কি পুরুষে ?
দেখ চেয়ে ভাইরে লক্ষ্মণ,
মোহ দূর মূরতি ভীষণ,
নিত্য-ক্রিয়া জীব স্থলে ;
বদ্ধ মোহ-পাশে, টুটে মোহ ত্রাসে,
বিলাসী চমকি চায় ;
হাসি সাধুজন, করে আলিঙ্গন,
মায়া বিভঞ্জন মহাকায় ;
অনু ত্রিভুবন, কম্পিত তপন,
যার ডরে কাঁপে ব্যোম ;
জীব-ক্ষয় কাল, হের সম্মুখে উদয়,
ব্রহ্ম দূত-রূপে আজি।
দেখ ব্রহ্ম-দূত, রুদ্র-তেজ-তপোধন,
হের, উচ্চ সমাগম অযোধ্যায় আজি,
সুলক্ষণ লক্ষণে বুঝহ,
উচ্চ মর্ম্ম এ সবার,
সত্যবান, বুঝ' সত্য স্রোত ;
রহ নিজ গৃহে
ঋষিরাজে সেবিয়া ভেটিব তোমা।

লক্ষ্ম। আর্য্য ! তব পদ ধ্যান দিবানিশি,
দিব্য চক্ষু প্রস্ফুটিত মম,

হেরি রুদ্রদেবে তপোধন-রূপে,
প্রতীক্ষায় রহিলাম দেব!

(লক্ষ্মণের প্রস্থান)

দুর্ব্বা। ক্ষুধা পূর্ণ হ'ল নারায়ণ,
তব পদ-অরবিন্দ-রজে।

রাম। (কালপুরুষের প্রতি)
তব ক্ষুধা মিটাইব ত্বরা,
ত্যজিব ধরা ব্রহ্মার আদেশে ;
কিন্তু ভক্ত-হৃদি ত্যজিতে নারিব ;
লক্ষ্মণ-বর্জ্জনে,
সত্য পূর্ণ করিব ত্রেতায়।

কাল। কার্য্য পূর্ণ দেব,
বিদায় যাচি হে পদে।

রাম। কার্য্য পূর্ণ সরযূর নীরে।

(কালপুরুষের প্রস্থান)

তমোগুণে তুমি তপোধন !
অযোধ্যার সার দ্রব্য অর্পিনু তোমারে,
নিভাইতে ক্ষুধানল তব ;
তমোগুণে অনন্ত অনল।
সরযূ জীবনে,
দেহ দিব দক্ষিণা চরণে ;
এবে, তৃপ্ত হ'ও দেব,
ভক্তি-অর্ঘ্য করি দান।

দুর্ব্বা। দেব ! দাস মাত্র নিমিত্ত এ কাযে।

রাম। ব্যোম ব্যোম ব্যোম রুদ্রেশ্বর,
ব্যোম দিগম্বর,
অংশে পূর্ণ বিরাজিত ;
ব্যোম তমোময়, ব্যোম ভূতক্ষয়,
জয় জয় মহাকাল ;
এস তমোগুণে, প্রদীপ্ত আগুণে,
জ্বালাও প্রবল মোহ ;
তমঃ—তমঃ,
দেহ শূল ভেদি নিজ হৃদি !

দুর্ব্বা। হ'ব ভস্ম বাড়িলে এ তম !
জয় প্রেমময়, সংসারে উদয়,
দেখাতে প্রেমের খেলা ;
জয় জনার্দ্দন, পালন-কারণ,
ভব-ভীত-জন-ভেলা ;
প্রেম পূর্ণ নাম, জয় রাম শ্রীরাম,
চণ্ডাল-বান্ধব ভবে ;
বানরেতে গায়, পাখী পাখা পায়,
শিলা ভাসে মহার্ণবে ;
দীন-জন-ত্রাণ, মানবী পাষাণ,
হর-ধনু-ভঙ্গ প্রেমে ;
পাইয়াছি ভয়, ওহে দয়াময়,
চক্রাকারে মতিভ্রমে।

রাম। তপোধন, কর আশীর্ব্বাদ,
সত্যে যেন হই পার।

দুর্ব্বা। দূত-কার্য্য পূর্ণ মম,
এ নিমিত্ত বিদায় এখন।

(দুর্ব্বাসার প্রস্থান)

রাম। কে আছ' বশিষ্ঠদেবে আন' ত্বরা হেথা ;
ধরি দেহ, দুখ সুখ সহিনু সকলি।
হে প্রিয় সন্তান নর,
মায়া-ঘোরে গর্ভবতী শাপে,
কাঁদিনু জনম লভি,
চারি অংশে সহিনু বেদনা,
বুঝিতে যন্ত্রণা তব।
হে মানব,
হের, মেদ-অস্থি-নির্ম্মিত এ কলেবর,
রোগ-শোকাগার অন্য দেহ সম,
মর্ম্মে বাজে সম ব্যথা,
কিন্তু প্রেমে জয় রিপু মম ;
তাপ-পূর্ণ-দেহ সুখাগার প্রেমে।
হে সুজন, জনস্থলে হের লীলা মম :—
বাল্যকালে হেরি শশী,
প্রাণ উদাসী উল্লাসে ভাসিয়ে,
চাহিনু চাঁদের পানে,
আধ ভাষে কহিনু মায়েরে,
ধরে দিতে সুধাকরে ;
হেরি বারি পাত্রে চাঁদে, ধাইনু ধরিতে ;
ব্যগ্রচিত্তে সলিল পরশি'—

কোথা শশী বিচঞ্চল জল,
কাঁদিনু জননী-মুখ চাহি ;
কাঁদি কিন্তু বুঝিনু তখনি,
শশী-সুধাকর নীলাম্বরে,
করে তারে ধরিতে নারিব,
কাঁদিব চাহিব যত ;
শিখিলাম প্রেম-খেলা,
প্রেমাকর জনক জননী কোলে ;
বিতরিনু কণা মাত্র তার
অনুজে আমার,
পাইলাম প্রাণের লক্ষ্মণ ভাই—
উৎসব সঙ্কট সাথী।
হে সুধীর !
সেই প্রেমে তুমিও কিনিবে,
অনুজ লক্ষ্মণ তব :
যত চাই তত পাই,
প্রেম কল্পতরু, পিতামাতা মম,
বিলাইনু সে প্রেম সবারে ;
গুরুজনে, ব্রাহ্মণ চরণে,
মিনতি শিখিনু ;
পর দুঃখে শিখিলাম দুখ,
তেঁই নহিনু বিমুখ তপোবনে,
গর্জ্জিল বিমানে যবে তাড়কা ভীষণা।
বুঝিলাম প্রেমের প্রভাব,

সে প্রেম প্রভাবে, ধরিনু হৃদয়ে,
প্রেমময়ী জনক-নন্দিনী,
বিজন-সঙ্গিনী মম ;
হে ধীমান, পাবে তুমি জীবন-সঙ্গিনী,
জনক-নন্দিনী সম,
প্রেম-শিক্ষা না করিলে হেলা।
প্রেমে পিতৃ-সত্য হেতু গমন গহনে,
হারাইনু জানকীরে ;
রে নিন্দুক, তবু না নিন্দিনু বিধি ;
সয়ে'ছ কি কভু,
রাজ্য ত্যজি সীতা-হারা শোক ?
প্রেমের সন্ন্যাসী, প্রেমে, কপিসেনা সাথী,
প্রেমে শিলাভাসে জলে, ম'লে প্রাণ মেলে,
প্রেমে, দশানন-জয়ী খ্যাতি ;
প্রেমের শাসনে রাম রাজ্য অযোধ্যায়,
প্রেম-হেতু সীতা ত্যজি ;—
লঙ্ঘি অলঙ্ঘ্য সাগর,
দুষ্কর সমর করিলাম যার লাগি ;
রাম-রাজ্য আদর্শ জগতে ত্যাগ গুণে !
জানকী বিরহ,
পাষাণ বিদরে তাপে,—
আছি স্থির প্রেমের আশ্রয়ে ;
ভবার্ণবে প্রেম ভেলা,
পাবে দুঃখ এ শিক্ষা ভুলিলে।

পুনঃ হের সত্য পূর্ণ ভার,
লক্ষ্মণ-বর্জ্জন যাচে বিধি দাতা বিধি।

বশিষ্ঠের প্রবেশ।

পুরোহিত, প্রণমি চরণে,
যাচে বিধি লক্ষ্মণ-বর্জ্জন!

বশি। বৎস! ধ্যান যোগে আছি অবগত।

রাম। কহ হিত-বাণী বিধান সঙ্গত।

বশি। শিব-ময়, হে সম্পদ দাতা!
কোন্ বিধি অগোচর তব?
তুমি হে বিধির বিধি নারায়ণ!
কিন্তু যদি বাড়ালে হে মান,
ভগবান! যথা জ্ঞান নিবেদি চরণে,
সত্যের সম্মান রাখ' লক্ষ্মণ-বর্জ্জনে—
বহ' দেব দেহ-ভার সত্যবতী-শাঁপে।

রাম। হায় মুনিবর!
বিলাস-বঞ্চিত বাস গহন মাঝারে,
তপে শীর্ণ কলেবর তব,
কেমনে হে বুঝাব তোমায়,
গৃহীর অন্তর ব্যথা!
জাননা লক্ষ্মণে তুমি,
তেঁই এ নিষ্ঠুর বাণী,
কহ মোরে মুনিবর।
কিশোরে অনুজ মম বাল্য-ক্রীড়া ত্যজি

নির্ভয়ে চলিল সাথে,
তাড়কা তাড়িত বনে ;
দুর্গম গহনে,
চাহিলাম ঘন ঘন ফিরি,
সে চাঁদ-বদন পানে ;
সে বদনে হেরিলাম,
প্রেমময় ভাই মম ;
ভ্রূভঙ্গে হেরিনু,
অটল প্রতিজ্ঞ বীর বালক-শরীরে ;
না ছাড়িবে পাশ মম রাক্ষসী সমরে।
জানুপাতি চাহিলাম রণজয়,
রণাঙ্গনা মহিষ-মর্দ্দিনী পদে ;
ডরিনু,
পাছে হারাই এ ভাই মম।
গর্জ্জিলা তাড়কা সিংহনাদে,
স্থাবর জঙ্গম কাঁপে ;
কিন্তু মম ধনুক-টঙ্কার,
গর্জ্জিল বিমানে জনত্রাস করি দূর ;
বুঝি আমি প্রাণের লক্ষ্মণ হেতু।
প্রলয় ঝলকে উঠিল গর্জ্জিয়া বাণ,
পড়িল রাক্ষসী সুমেরু-শিখর যেন,
টলিল ভুবন ভারে ;—
অটল প্রাণের ভাই পাশে !
রাজ্য-হারা একক বালক,

চলিলাম বনবাসে,
সত্যাশ্রয় শূন্যময় ধরা ;
পাছে ছায়া-সম ভাই মম !
জননী কাঁদিছে, না চায় ফিরিয়া তাই,
না সম্ভাসে রুদ্যমানা প্রেয়সীরে ;
ঘন মুখ চায়, আঁখি ভেসে যায়,
ভয় পাছে নাহি করি সাথী ;
ধনুধারী প্রহরী আমার,
অনাহারে অনিদ্রায় বঞ্চিল বিপিনে,
চতুর্দ্দশ বিজন বৎসর ;
কভু না সুধিনু আমি,
খাইল কি না খাইল ভাই ;
তবু শক্তিশেল, পাতি নিল বুকে।
রাবণ জিনিল যবে মোরে,
রুধিরে ভাসিয়া যায় কায় ;
হেরিনু সংগ্রাম-স্থলে,
তাড়কা-সমর-সাথী,
ভূমে যেন অস্তগামী রবি ;
বাঁচায়েছে শক্তিশেলে মোরে।
জাগি মহীতলে মহারাজ-ঘরে,
পাশে শুয়ে ভাই মম,—
পাশে ছত্র করে অযোধ্যার সিংহাসনে.
জানকী-বর্জ্জনে লক্ষ্মণ সারথী রথে ;
আহা শক্তিধর !

লইল কলঙ্ক মাথা পাতি,
ভ্রাতৃ প্রেমে গুণধাম !
কোথা পাব' এ দোসর, কোথা ভাসাইব,—
কেমনে বাঁধিব প্রাণ ;—
ন্যায়বান্ কে ক'বে আমারে,
কে আর হইবে জ্যেষ্ঠ অনুগামী ভবে !
নরত্ব দেবত্ব কেমনে পূরিবে,
মানব তরিবে, কিসে হিত হবে,
কহ মোরে তপোধন।

বশি। বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত পদ করি ধ্যান,
ও কথা কহিতে নাহি ডরি,
তব ন্যায়-স্রোত বহে অন্তরে অন্তরে,
নহে দেহ ধরি কেমনে পাসরি.
বিলাসী বামার হাসি ;
যেবা তব চরণ সেবিবে,
তোমারে বুঝিবে,
তোমা না ডরিবে আর ;
কি ভার তাহার প্রভু
সত্য হেতু ত্যজিতে তোমায়।
ত্রেতাযুগে সত্য লোপ এক পদ,
তবু সত্যাশ্রয়ী মানব সম্পদ
দেখাবে বর্জ্জন গুণে,
এ সম্পাদে চাহ চির অনুগত জনে,
বঞ্চিতে হে দয়াময়!

একি, ন্যায় তব ন্যায়বান্ ?
দেখ মেঘনাদে বধিল লক্ষ্মণ,
কঠোর প্রতিজ্ঞা পালি,
তেঁই দশানন-ঘাতী জন-ত্রাস হ্রাস,
শোভাহর লঙ্কা অরি নাম।
হানি শক্তিশেল হৃদে
বাড়ালে সম্মান ভবে,
গৌরব বাড়াতে গতি যার তব পদে,
হে বিপুল গৌরব !
বিপুল গৌরব দান' হে অনুজে তব,
দেহ অযোধ্যা-রক্ষণ, সত্যের পালন,
লোক আকিঞ্চন পদ,
পদাশ্রিতে কল্পতরু !

রাম। শূল শূল শূল হে শঙ্কর,
পিণাক ভুবন ক্ষয় !
কোদণ্ডে না হবে, কোদণ্ড নারিবে
বিঁধিতে কঠিন প্রাণ ;
কহ নর নহি ন্যায়বান,
বিন্ধি প্রাণ তোর তরে।

বশি। ভব-ত্রাণ পল ব'য়ে যায়।

রাম। হে তাপস জিনিয়াছ নারায়ণে,
তাই ভৃগু-পদ-চিহ্ন বুকে মম ;
হে লক্ষ্মণ ! এ দেহে না পাব তোরে আর ;
ভ্রাতৃ-প্রেম কঠিন বন্ধন,

রে তাপিত তোর তাপ বুঝি আমি।

বশি। তাপ হর তাপিত-তারণ!

(প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কক্ষ।

লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণ। সত্য-ব্রত ধন্য ধরাতলে,
রাম নাম মোক্ষধাম সত্যের পালনে;
সত্যের মাহাত্ম্য বুঝে মহাত্মা যে জন,
ত্যাগ-পরায়ণ সদা সত্য-প্রিয় যেই;
সেবা মম পূর্ণ এত দিনে,
আত্ম-বিসর্জ্জনে পূজা করি সংপূরণ।
ত্যাগ শিক্ষা মোরে শিখাইলা দয়াময়,
করি আপন বঞ্চন,
মিষ্টান্ন তুলিয়া দিয়া মুখে;
খেলিতে পাইলে ব্যথা
লইতেন কোলে তুলে মোরে,
বহিত আঁখিতে নীর,
পলকে হতেন হারা
প্রাণের লক্ষ্মণে তাঁর;

তেঁই তো শিখিনু
পূজিতে এ দুর্লভ সম্পদ,
রাজীব শ্রীপদ রাঘবের।
বনবাসে হেরি মোরে বাকল বসনে,
রঘুমণি,
আপনা পাসরি,
নীরবে ফেলিতে আঁখি নীর,
চাহি মুখপানে আঁখি জল মুছি,
হাসি হাসি কহিতে আমায় ;
তুলিতে কুসুম বনে,
জানিতে দয়াল আমি ফুল ভাল বাসি ;
কিন্তু বিলাস ত্যজেছি
পাছে নাহি চাহি ফুল।
যবে ইন্দ্রজিত বরষিল শর
ঢাকি মোরে আপন হৃদয়ে
রেখেছিলে দয়াময় ;
দানি দেহ রাখিতে এ ছার দাসে,
সেই প্রেম স্মরি, সেই প্রেম বলে,
জিনি অবহেলে পুরন্দর-জয়ী অরি,
পঙ্গু আমি লঙ্ঘিনু সুমেরু !
সেই প্রেম বলে
না টলিনু শক্তিশেল হেরি,
উচ্চ হৃদে পেতে নিনু শেল,
রাম প্রেমে শেলে পাইনু ত্রাণ,

গৌরব আখ্যান মহতী রহিল ভবে ;
ম'লে প্রাণ পাই আর না ডরাই,
সত্য রাখি পাব তোমা নারায়ণ।

রামের প্রবেশ।

রাম। ভাইরে লক্ষ্মণ,
মনোভাব নিরখ' বদনে গুণধর !
পাষাণে না দান' প্রেম আর,
সত্য মূর্ত্তি প্রস্তর গঠন।

লক্ষ্মণ। নাথ নয়ন রঞ্জন,
পূর্ণ সনাতন প্রেমময় !
ভবে কে ক'বে পাষাণ রাম ?
দয়াধাম বাম হ'য়ে বাড়াও গৌরব,
এ সৌরভ বুঝিয়াছি ঘ্রাণে মহাশয় :
সত্য দেব, সত্য-মূর্ত্তি প্রস্তর গঠন ;
করি সত্যাবলম্বন
আশ্রিতের মিলেছে আশ্রয়,
কৃপাময় বিদায় রাজীব পদে।

রাম। রে লক্ষ্মণ ! কে বলে পাষাণ মোরে,
পাষাণে রে গঠন তোমার,
নহে ভাই আমার,
কেমনে রে যাও চলি,
দাদা ব'লে ফিরিলিরে সাথে,
কি কায করিনু তোর !

লক্ষ্ম। ভবার্ণবে করিলে হে পার,
অবতার মোহে নাহি বাঁধ মোরে।

বশিষ্ঠ ও ভরতের প্রবেশ।

রাম। হে ভরত,
চলে যায় প্রাণের লক্ষ্মণ!

(রামের মোহ)

লক্ষ্ম। হায়, রামকার্য্যে নাহি অধিকার আর!
দাদা, দেখ রামচন্দ্রে তুমি,
অশুচি বর্জ্জিত দেহে ছোঁবনা রাঘবে!

রাম। যন্ত্রণা—যন্ত্রণা—ভেবনারে দীন হীন,
সহি তোর হেতু দেহ তাপ,
ভাইরে লক্ষ্মণ।

লক্ষ্ম। (প্রণাম করিয়া)
পূর্ণ মনস্কাম দীননাথ!

(লক্ষ্মণের প্রস্থান)

রাম। অনন্ত, অনন্ত শক্তি তোর,
নহে শক্তিশেল কে ধরে হৃদয়ে!
কহ পতিব্রতা
ঘুচেছে কি মনোব্যথা তব?
প্রতিহিংসা-তৃষা তৃপ্ত কি গো
গর্ভপাত কাতরা বালিকা!
ইন্দ্রপাত হ'ল মোর,

ওহো প্রাণের লক্ষ্মণ

সীতাহারা রামের জীবন !

(সকলের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য।

সরযূতীর।

লক্ষ্মণ।

লক্ষ্ম। সনাতনে সত্যে কৈনু পার,

ধারি কার ধার আর ভবে !

মা আমার আর কি ভুলাতে পার ?

হে প্রেয়সী, হাঁসি কাঁসি আর কিসে মানি ?

এ জীবনে আইল যামিনী

ভব পন্থা ভ্রমি শ্রমযুক্ত কলেবর।

পূর্ণ কাম মম,

লভহ বিরাম বিমল সরযূনীরে,

মাতৃকোলে ফুল্লশিশু যথা ;

হে মাতঃ জননী ! হে জীব জননী,

বিদায় দেহ মা মোরে,

দেহ ধৈর্য্যগুণ দাসে,

মা আমার আপনি সারথী রথে,

এসেছ কি সনপথে লয়ে যেতে সতি !
ওগো বৈকুণ্ঠ আলোক—
জনক-নন্দিনী রূপে—
দয়াময় সলিলে হে তুমি ;
রে অজ্ঞান !
এই রাম, এই রাম সীতা।

(সরযূ প্রবেশ)।

অষ্টম দৃশ্য।

রাজপথ।

ভেরী-নিনাদক ও নাগরিকগণ।

ভেরী। চল চল মহাপথে
ধনুর্ধারী রাম সাথে।

১ না। ওগো কোন্ পথে যান রঘুনাথ ?

২ না। লয়ে চল যথা নারায়ণ।

৩ না। এস চল যাই ভবার্ণব পারে,
ভব কর্ণধার সনে ;
যম জয় রাম নাম গুণে !

গীত।

ভৈরব—একতালা।

আয় রে আয় ডাকছে দয়াল রাম,
কে যাবি আয় ভবপার।

দিন গেল বয়ে, [illegible]ছে [illegible],
বাঁধা কেন থাকবি আর।
হয়ে আপনি কাণ্ডারী, গোলোক-বিহারী,
ভাসাবে তরী ;
সে যে প্রেমের ভেলা, করবে খেলা,
তুফানে কি করবে তার॥

(প্রস্থান)

নবম দৃশ্য।

সরযূতীর।

রাম, হনুমান, জাম্বুবান, বিভীষণ
বশিষ্ঠ ও কৌশল্যা প্রভৃতি।

রাম। মাগো অশেষ যন্ত্রণা,
পেয়েছ জননী তুমি,
গর্ভে ধরে এ সন্তানে,
চির ঋণী জননী তোমার আমি ;
এ পরম কালে কহি জনস্থলে
মাতৃঋণ নাহি যায় শোধ,
লয়ে কোলে সরযূ সলিলে
রেখ মা অভয়া পায় ;
কেকয়ী জননী কীর্ত্তিস্তম্ভ মূল মম,

রাম বলে কোলে নেমা ছেলে ;
সুমিত্রা জননী নয়নের মণি তব,
দিছি ডালি এ সলিলে,
চল দেখি কোথায় লক্ষ্মণ।
ভাই রে ভরত, ভাই শত্রুঘ্ন,
চল অন্বেষণ করি হারানিধি,
সুলক্ষণ লক্ষ্মণে আমার !
হে সুগ্রীব মিতা কপিসেনা সনে
চল যমজয়ী রণে ;
হনুমান রহ রামনাম লয়ে ভবে ;
মন্ত্রী জাম্বুবান জ্ঞানবান
দিব্যজ্ঞানে লভহ যৌবন পুনঃ,
পুনঃ দেখা হবে কালে ;
মিত্র বিভীষণ সাধুজন তুমি,
দিয়ে বলি আপন সন্তানে,
করিলে আমার হিত,
কদাচিত হৃদপদ্ম তব
ত্যজিব না রক্ষ-রণ-মিতা,
তুমি আমি সম চিরদিন,
মোহ-হীন প্রবীণ বুঝিবে।

হনু। শুনি রাম গুণগান
নাহি অন্য কাম হৃদে প্রভু।

জাম্বু। সনাতনে হেরিব আবার,
কি ভয় এ ভবে তবে।

বিভী। গোলোক পুলক নাহি বাচি,
রক্ষ দেহ নহে ঘৃণ্য মম,
চিনেছি হে শ্রীচরণ।

রাম। পুরোহিত! রাজ্যে হিতাহিত তব ভার,
শিশু দুটী সিংহাসনে।

বশি। লইতে সে ভার নাহি ডরি,
রাম নাম গুণে।

রাম। বৎস কুশীলব!
বংশের আকর দিনকর,
নিত্য তেজোময় জ্যোতি যাঁর,
দেখ যেন সে কুলে না স্পর্শে মলা:
সত্য মাত্র এ বংশ আশ্রয়,
এত দিনে বুঝিলে কি জ্বালা;—
এসেছ কি আনন্দ-দায়িনী রমা—
বল কার সাজে ম্লান হে মানিনি,
রাখ মান মান করি দান,—
কেরে লক্ষ্মণ ধরেছ ছাতা,—
হে পুরুষ, কার্য্য সাঙ্গ এতদিনে তব,
কার্য্য সাঙ্গ সরযূ সলিলে নারায়ণ!

(সরযূ প্রবেশ)

গীত।

মঙ্গল বিভাষ—জলদ একতালা।

ফি'ল্লে বনের বানর নিয়ে, চণ্ডালে হে দিলে কোল,
তোল রে ভবে, জয় সীতারাম রোল।

পাষাণ মানবী প্রেমে, এ প্রেম বুঝলে না ভ্রমে,
প্রেমে পাষাণ গলে, অন্তঃস্থলে
নারীর হৃদয় সমান বয় ;
জানেন দয়াময়, নাইক ভয়,
ওরে কলঙ্কিনী কে রমণী
রামসীতা নাম ভবে তোল ॥
প্রেমে ভোল রে জ্বালা, তাপিত বালা,
রাম-সীতা নাম সদাই বোল।
পাপী তাপী প্রাণভরে ডাক,
কায কি রে ভাই মিছে গোল।
উচ্চ প্রাণে নাম ডাকনা, ঘৃণা মানা কান পেতনা,
রাখি, নীলকমলে হৃদকমলে,
হও রে ভোলা ভাবে ভোল।
দেখ পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ, চড়্‌লে সবাই চতুর্দ্দোল,
জয় জয় জয়, আর কিরে ভয়, ফুরিয়ে গেছে গণ্ডগোল।

যবনিকা পতন।

Printed and Published by H. M. Mookerjea & Co.,
At the "Metropolitan Press," 12, Zig-Zag Lane.